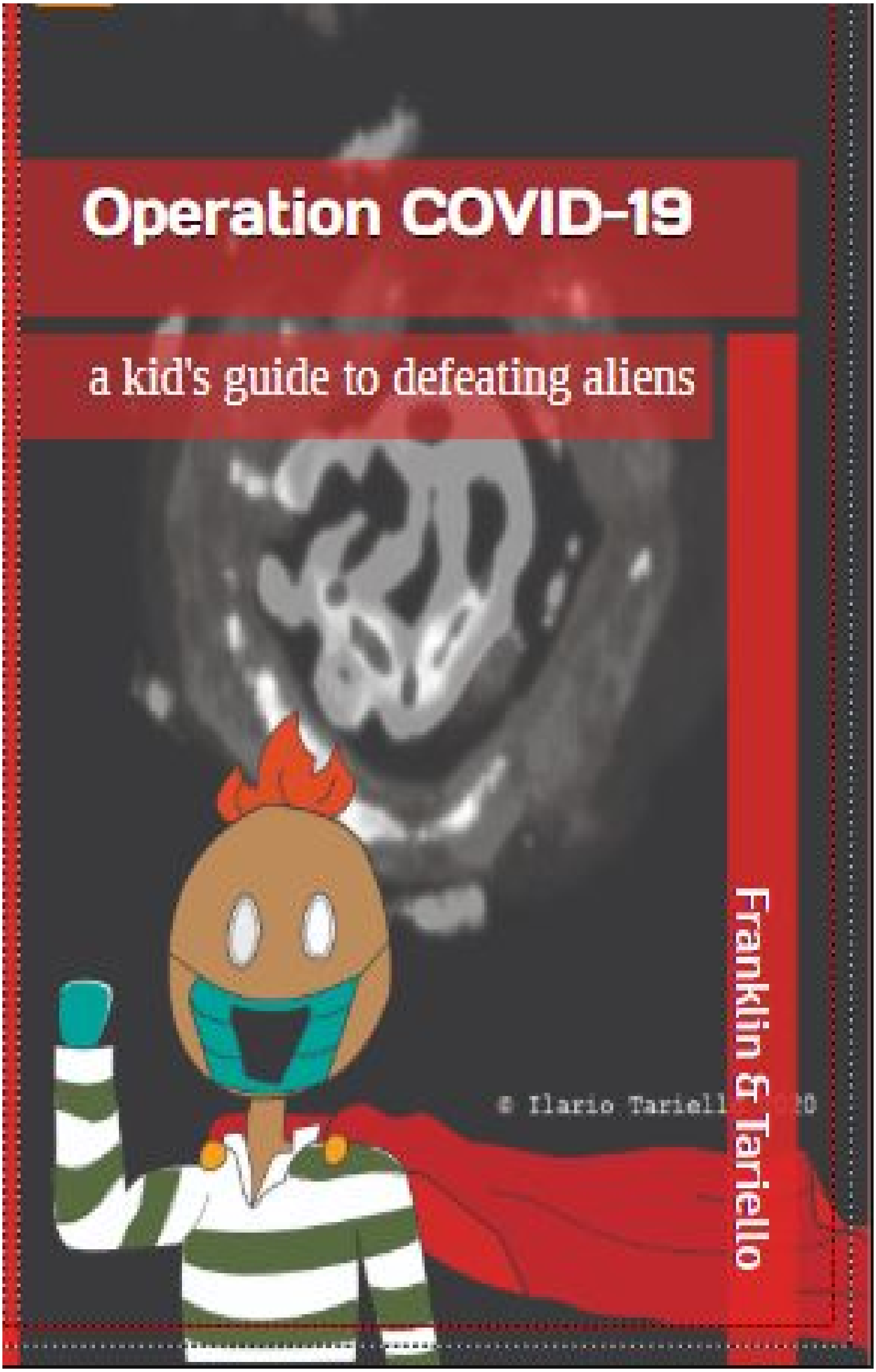

Operation COVID-19
a kid's guide to defeating aliens
Franklin & Tariello

kid’s guide to defeating aliens operation covid-19

অপারেশন কোভিড-১৯ ছোটোদের সহায়িকা অপরিচিত কে হারানোর

Elizabeth & Anna Franklin

Ilario & Serena Tariello

(Translated in Bengali By U Chattopadhyay

Image of Coronavirus and biographical content by Ilario Tariello used by permission

Copyright © 2020 Elizabeth Franklin and Ilario Tariello

This book is protected under the copyright laws of the United States of America. Contents may not be reproduced in whole or in part for commercial gain or profit. All rights reserved.

উদ্দেশ্যে

এই বই নিবেদিত এই যুদ্ধের সেইসকল অসংখ্য মহানায়ক দের উদ্দেশ্যে - ডাক্তার, নার্স ও আরো সকল মেডিক্যাল প্রাক্টিসনার রা, পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকরা যারা আমাদের সুরক্ষিত রাখতে ব্যস্ত,

পুরোহিত/ধর্মগুরুরা যারা নিজেদের জীবন উপেক্ষা করেছে অন্যদের ওপর আশীর্বাদ নিরন্তর রাখতে

, যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান অক্ষুন্ন রাখতে সতত তৎপর, সেই সকল বাণিজ্য যারা এগিয়ে এসেছে অন্যদের সহায়তায়, অসংখ্য মানুষ যারা এগিয়ে এসেছেন এই মুহূর্তে সুন্দর পৃথিবী টা কে বাঁচাতে। এটা আমাদের গল্প, গল্প তোমাদেরও। আর এই গল্প তোমাদের উদ্দেশ্যে ও, আমার ছোটো পাঠকেরা! তুমিও এই সময়ের এক মহানায়ক হয়ে উঠতে পারো - শুধু যদি তুমি চাও!

সূচি

	কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	i
1	কোভিড অপারেশন এর আমন্ত্রণ	1
2	বাম্বাল বী ও হ্যারিকেন	19
3	কোভিড অপস এর ঢাল	23
4	কোভিড অপস এর প্রশিক্ষণ	31
5	মনখারাপ ও মহানায়কেরা	39
6	শক্তিশালী সেনাবাহিনী	43
7	কোভিড অপস এর পরিচয় পত্র	47

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বিশেষ ধন্যবাদ সহ-লেখক এবং বর্ণনাকারী সেরেনা টারিএল্লো কে,

সহ-লেখক, সম্পাদক, কভার এর জন্য অ্যানা ফ্রাঙ্কলিন কে,

ধন্যবাদ বিশেষ সহযোগী দের, আমরা পারতাম না এটা সম্ভব করতে তোমাদের দক্ষতা ছাড়া।
তোমরা সত্যি ই তরুণ মহানায়ক!

আর বিশেষ ধন্যবাদ চিত্রগ্রাহক এঞ্জেলা উরসো কে!

তোমরা ভালো বাবা, মা? আমাদের ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে, তাতেই কোভিড কাউকে খুঁজে পাবেনা, আর চলে যেতে বাধ্য হবে।

১.অপারেশন কোভিড অপস

তুমি বসে আছো তোমার সিক্রেট বেস এ, গুরুত্বপূর্ণ খবর এর অপেক্ষায়।

একটা গুপ্ত ওয়েবসাইট এ গিয়ে, যেইনা একটা সিক্রেট কোড দিলে, অমনি একটা মেসেজ ভেসে উঠলো স্ক্রিন এ -

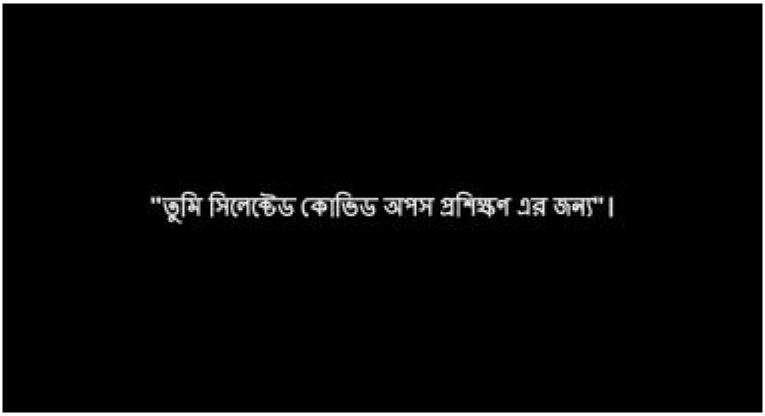

তারপর এক কমবয়সী মহিলা স্ক্রিন এ ভেসে ওঠে...

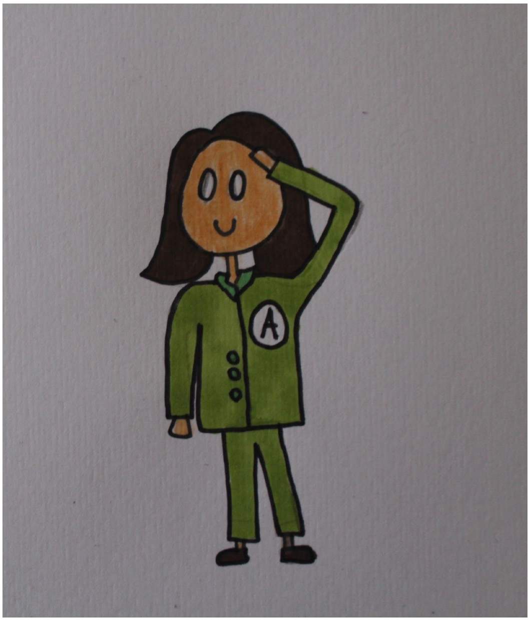

"স্বাগত তোমায়, আমি সিক্রেট এজেন্ট অ্যানা, তোমায় একটা জরুরি মিশন এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। দাড়াও তোমায় ব্যাখ্যা করি!" সে বলল।

এলিয়েন এর মত দেখতে একটা জিনিস আবার স্ক্রিন এ ভেসে উঠলো!

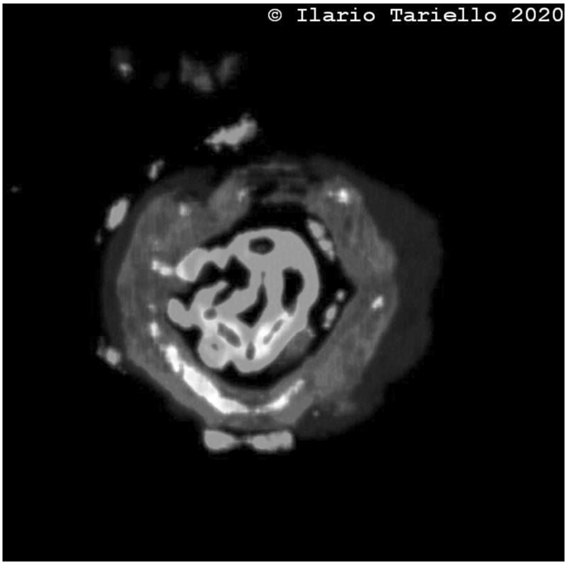

"আমরা খবর পেয়েছি এই ভাইরাস টা পৃথিবীকে আক্রমণ করছে। এর আগে এমনটা কখনো আসেনি, তাই এটা একদম নতুন যুদ্ধ আমাদের পৃথিবীবাসীর কাছে। এটা আমাদের কাছে ভিনগ্রহীদের আক্রমণের মতোই!" সে বলল।

"আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি, আমরা একটা বিশেষ অপারেশন দল গঠন করছি এই শত্রুর থেকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে।

এই এলিয়েন প্রাণীটা এতই ছোট যে একে খালি চোখে দেখা যাবেনা অথচ অনেক মানুষের ক্ষতি করতে পারবে।

এই মিশন টা যদি তুমি বেছে নাও তবে এটা সাহায্য করবে পৃথিবীকে এই যুদ্ধটা জিততে।"

তুমিও ভাব, তুমি কি চাও এই যুদ্ধে লড়াই করতে?

যদি বল হ্যাঁ, তবে অন্য পাতায় যেও।

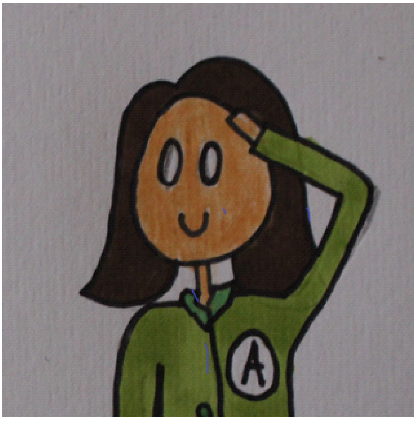

অ্যানা আবার বলতে শুরু করলো।

"তুমি হয়ত ভাবছো, কি এই এলিয়েন আক্রমন। বা আমি কিভাবেইবা এই যুদ্ধে অংশ নেব, আমি তো খুব ছোট!"

আমাদের দুজন সেরা অফিসার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে, কমান্ডার টারিএল্লো ও কমান্ডার ফ্রাঙ্কলিন।

কমান্ডার টারিএল্লো এখন ইতালির দায়িত্বে এবং তার দেশ এখন এক বড় আক্রমণের মোকাবিলা করছে। সে নিজের কম্পিউটার এ বিশেষ কিছু টুল বানিয়েছে যার সাহায্যে সে শত্রুর ছবি বানিয়ে সেটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে।

স্বাগত জানানো যাক কমান্ডার টারিএল্লো বা কমান্ডার টি কে। সে আমাদের এই এলিয়েন শত্রুর ব্যাপারে ও তাকে মোকাবিলা করার পন্থার ব্যাপারে বলবে।

কমান্ডার টি স্ক্রিন এ ভেসে উঠলো।

"এটা আমাদের শত্রুর একটা ছবি যা আমি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বানিয়েছি।এর নাম করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19" সে বলল।

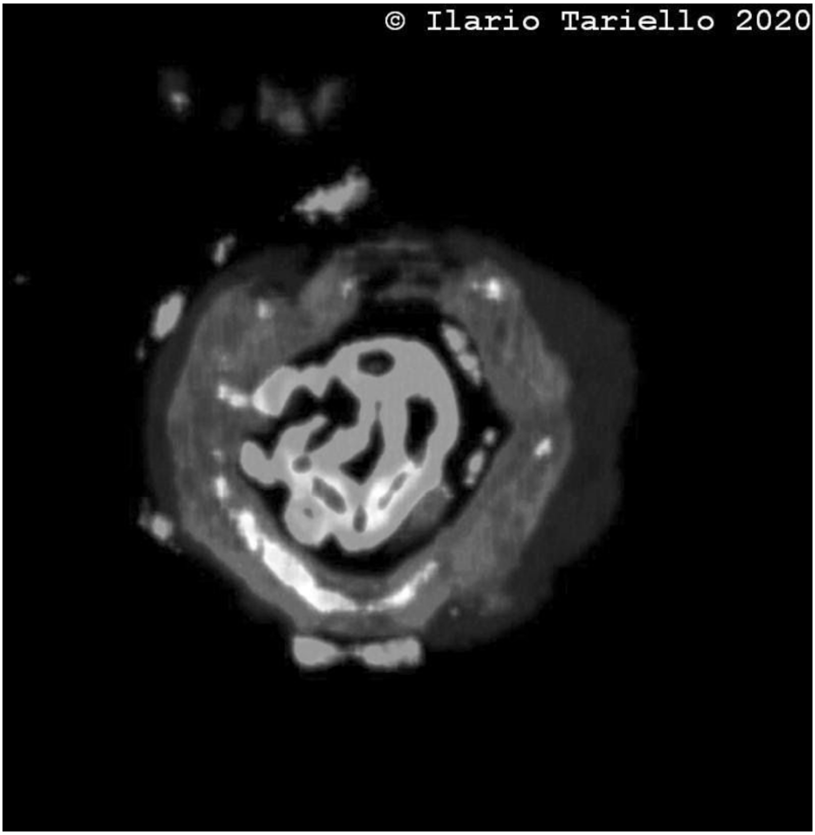

এই এলিয়েন ভাইরাস তা খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে। আমাদের মনে হয় এর সূত্রপাত চীন থেকে, কিন্তু এখন এটা গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ছে। ভালো খবর হলো এটা ছড়ানোর জন্য মানুষের প্রয়জন। আমরা অনায়াসেই এটা রোধ করতে পারি বাড়িতে থেকে।এটাই আমাদের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধক ব্যবস্থা এই মুহূর্তে। কিন্তু তোমার সাহায্যের খুব প্রয়োজন এই যুদ্ধ জিততে!

গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তৎপর এর মোকাবিলা করতে, কোনো প্রতিষেধক বা ওষুধ বানাতে। আমি আমার বানানো বিশেষ টুলের সাহায্যে এই ভাইরাসের দুর্বলতা খুঁজে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে চাইছি যা তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাচ্ছেনা।

বিজ্ঞানীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যখন আমিও তৎপর তখনই এই বই টা লেখার কথা স্থির করি তোমাদের জানাতে যে তোমাদের ভূমিকাটাও কতটা জরুরি। আমি আমার বন্ধু কমান্ডার লিজ কে জিজ্ঞেস করি, আমার এই বার্তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে। তোমরা জানতে চাও আমি কিভাবে এই ভাইরাসের ছবি বের করতে শুরু করি?

আমি আমার গোটা জীবন জুড়ে দুটো জিনিসের ই চর্চা করেছি- শব্দ ও দৃশ্য।

আমি যখন ছোটো ছিলাম, বিজ্ঞান তখন থেকেই আমায় টানতো। স্কুল জীবনে আমি এই সব বিষয়ে ভালো ছিলাম। আমি মানব বিজ্ঞান এ ও ভালো ছিলাম, আমি স্কুলে ইলেক্ট্রনিক্স পড়েছি, আমি কম্পিউটার নিয়ে খেলাধুলো করতে ভালোবাসতাম আর সংগীত চর্চার যন্ত্রপাতি নিয়েও খেলতে ভালোবাসতাম।

আমি শিখতে শিখতেই বড় হয়েছি, অনেক শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজের তৈরি দারুন দারুন কম্পিউটার সিস্টেম দিয়েছি, যেমন গান বাজনার, ভিডিও দেখার, সেনা বাহিনীর হেলিকপ্টার ইত্যাদি।

কিন্তু আমি কোনোদিন ই শব্দ ও দৃশ্য নিয়ে ভাবা বন্ধ করিনি।

একজন বিখ্যাত ইতালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার , লিওনার্দো চিয়ারীগ্লিওনে আমায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

তাই আমি শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। আমার মনে হতো ওই তরঙ্গে যা দেখতে পাই তার থেকে অনেক বেশি কিছু আছে। তাই আমি এই তরঙ্গ গুলো কে পরিবর্তন করতে বিশেষ বিশেষ পন্থায় ছবি নিতে শুরু করি। আমি শতাধিক প্রোগ্রাম বানাই এই পরিবর্তন গুলো কে নিয়ে খেলতে।

তোমাদের যাদের বিজ্ঞানে ভালোলাগা আছে, তারাও এভাবে খেলার ছলে বিশেষ। বিশেষ জিনিস করতে করতে বেড়ে উঠতে পারো। তুমি নিজেও জানবেনা, কখন তোমার করা জিনিস কারোর কাজের হয়ে উঠবে।

যখন কোভিড-19 ভাইরাস প্রথম ছড়াতে শুরু করলো চিনে, তখন বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠছিলোনা এই ভাইরাস কিভাবে আক্রমন করে। আমার মনে হলো আমার ছবি গুলো তাদের সাহায্য করতে পারে, এবং সত্যি তা করছেও।

আমি সেই সব বিজ্ঞানীদের সাথে কাজ করছি যাদের ভাইরোলজিস্ট বলে, যারা

কিনা ভাইরাস বিশেষজ্ঞ। আমার ছবি গুলো তাদের নতুন ভাবে ভাইরাস টা কে দেখতে সাহায্য করছে, যেভাবে তারা আগে কখনো দেখেনি। আমি তাদের সাথে আমাদের শত্রুর দুর্বলতা পর্যবেক্ষন করার চেষ্টা করছি, আশাকরি তারা খুব শীঘ্রই সফল হবে।

আমাদের কাজ টা জরুরি কিন্তু তার জন্যই সময় লাগবে। যতক্ষণ না ভাইরাসের দুর্বলতা খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ খুব জরুরি যে সবাই কে, বাবা মা, ছেলে মেয়ে, কিশোর কিশোরী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা - সবাই কে শিখতে হবে কিভাবে এই আক্রমন রোধ করা যায়।

আমার মতোই তুমিও এই পৃথিবী রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারো। এই জরুরি মিশন এর অংশ হয়ে ওঠ ও পৃথিবী কে বাঁচাও। মানুষ বিপদে আছে কিন্তু তুমি তাদের বাঁচাতে পারো।

ধন্যবাদ। "

কমান্ডার টি যা বললো তার ব্যাপার এ ভাবো।

কাজটা যথেষ্ট মজাদার ও সাহায্যকারী।

তুমি জানো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন।

তুমি কি এটা সামলাতে পারবে।

তুমি শুধুই ছোটো একটা বাচ্চা কিনা।

তাই কি?

2. মিনি হ্যারিকেন

এজেন্ট আনা আবার এলো -

এরপর কমান্ডার ফ্রাঙ্কলিন তোমাদের এই মিশন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেবে।সে আগে নিজে অপস টিমের তালিকা তৈরি করেছে। স্বাগত কমান্ডার ফ্রাঙ্কলিন।

কমান্ডার ফ্রাঙ্কলিন স্ক্রিন এ এলো।

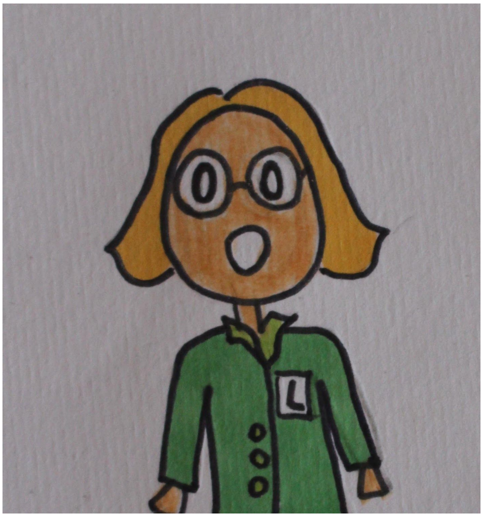

"ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ভবিষ্যৎ এজেন্টরা। আমায় তোমরা কমান্ডার লিজ বলে ডেকো, আমার কোড নাম মামালিজ থেকে।

কমান্ডার টি যখন আমায় বললো ও এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কি করছে এবং বাকি জন সাধারণ কি করতে পারে তখন আমার তোমাদের কথা মাথায় এলো।

আমি বহু বছর ধরে ছোট ও তরুণ দের ভালো ভালো কাজ করার শিক্ষা দিয়েছি।

আমি জানি তোমাদেরও এক গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা আছে সবাই মিলে লড়া এই লড়াই এ। তোমরা হয়তো তোমাদের ছোট হিসেবে দেখতে পারো, আমি কিন্তু তোমাদের ওই চোখে দেখিনা।

আমি যখন তোমাদের মধ্যে দেখি, দেখি শক্তি, দেখি ক্ষমতা।

তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি কিভাবে লড়বো, আমি শুধুই একটা শিশু।

আমি তোমাদের বলবো সেটা সত্যি নয়। আমি তোমাদের শুধুই শিশু হিসেবে দেখিনা। আমি তোমাদের অশেষ ক্ষমতা দেখি।

আর তোমাদের এক জোট সবাই কে লড়তে দেখে আমি তোমাদের মধ্যে সেনাবাহিনী দেখি। তোমরা এতই শক্তিশালী যে তোমরা ইতিহাস বদলে দিতে সক্ষম।

বয়স শুধুই একটা সংখ্যা।

তোমার বয়স কত সেটা কোনো ব্যাপার ই না।

তুমিও এই লড়াই এ একটা বড়োর মতোই সামিল হতে পারো।

সেখানে তোমাদের চিন্তাধারা তোমাদের আটকাচ্ছে।

যদি একটা ক্ষুদ্র বাম্বাল বী (ছোট মৌমাছি) মানুষের কথা শুনতো যারা শুধুই তার বাইরে টুকু দেখতে পারে তবে সে কোনোদিনই উড়তে পারতোনা। যেখানে সে খুব ই ভারী আর তার ডানা পাতলা, ছোট, সেখানে তার ওড়ার কথাই নয়। কিন্তু সে ওড়ে। তার ডান এমন ভাবে বাতাসে ছোট হ্যারিকেন ঝড় তোলে যে সে আকাশে ভেসে থাকতে পারে।

একই ভাবেই তোমাদের ও এই বড় মিশন কে সাফল্যমন্ডিত করতেই হবে।

লোকেরা শুধুই তোমাদের ছোট ডানা টুকু দেখে।

কিন্তু আমি দেখি সেই ছোট হ্যারিকেন ঝড় যা তুমি সৃষ্টি করতে পারো ওড়ার জন্য।

আমার তোমাদের দরকার, গোটা পৃথিবীর তোমাদের দরকার।

দয়া করে এই গুরুত্বপূর্ণ মিশন এ যোগ দাও ও আমাদের সাহায্য করো।

ধন্যবাদ।"

3। কোভিড অপ্স এর ঢাল

বিশেষ এজেন্ট আনা আবার স্ক্রিন এ এলো।

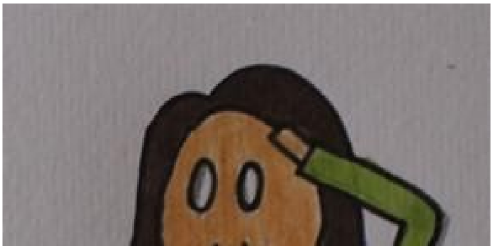

"বাইরে দেখো!"

"বিশেষ এজেন্ট সেরেনা ড্রোন পাঠিয়েছে!

সে তোমাদের এই লড়াইয়ের ঢাল, অস্ত্র ভরা প্যাকেট পাঠিয়েছে।

সে তোমাদের দেখাবে তোমাদের লড়াইয়ের জন্য কি কি চাই।"

তুমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে।

দেখলে একটা ড্রোন একটা প্যাকেট নিয়ে আসছে।

তুমি জানলা খুলে প্যাকেট টা নিলে।

তুমি ভাবছো এতে এমন কি আছে! খুব ভারী তো!

ভয়ানক কিছু আছে কি!

বিশেষ এজেন্ট সেরেনা তখন আবার স্ক্রিন এ এলো:

সে হেসে বললো, " আমার নাম সেরেনা, আমার দায়িত্ব তোমাদের দেখানো যে তোমরা এই এলিয়েন শত্রুর সাথে কিভাবে লড়াই করবে।

সবার প্রথম তোমার দরকার অস্ত্র শক্তিশালী সেনা হতে।

এই যুদ্ধের এক মহানায়কের ছবি এটা।

আমরা তোমাদের কিছু সাবান ও সানিটাইজার পাঠিয়েছি। আমরা শিখিয়ে দেব এটার সঠিক ব্যবহার করে কিভাবে এই ভাইরাস কে তোমরা ভাগাতে পারবে।

তারপর তোমাদের যুদ্ধ বস্ত্রের, ঢালের প্রয়োজন, তোমাদের লাগবে গ্লাভস ও

মাস্ক এই ভাইরাসের থেকে বাঁচার জন্য।

এইভাবে যখন শহরের আধিকারিক রা বলবে যে তোমার শহর বিপদে আছে তখন তোমরা থাকবে প্রস্তুত।

তোমায় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে যখন ই তুমি অন্য মানুষের সামনে আসবে বা তোমার শহরে এই অজানা শত্রু ভাইরাস আসবে, তোমায় এই যুদ্ধ বস্ত্র, ঢাল নিয়ে তৈরি থাকতে হবে।

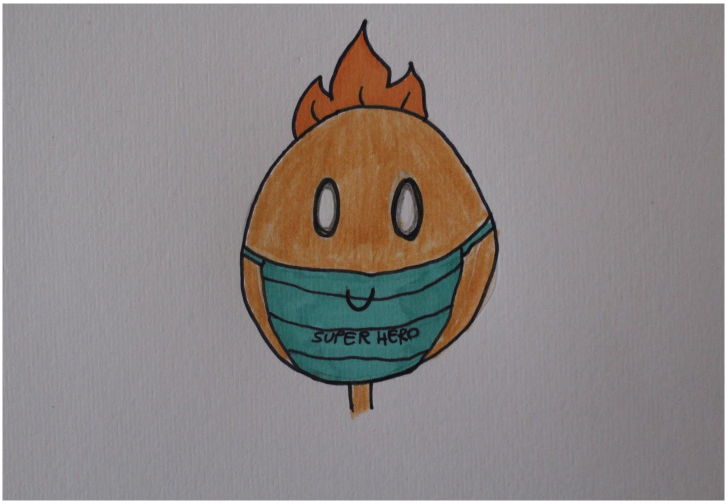

যদি তুমি নায়ক হতে চায় তবে তোমায় নিজেকে ও নিজের আসে পাশের লোক কে এই অস্ত্র দিয়ে ভালো রাখতে হবে। মাথায় রেখো তোমার বাবা মাও যেন এই

ঢাল , যুদ্ধ বস্ত্র ব্যবহার করে।

সবশেষে তুমি জানতে চাও সবচে শক্তিশালি কোন অস্ত্র আছে তোমার কাছে এই শত্রুর সাথে লড়ার? তোমার বাড়ি।

হ্যাঁ তোমার বাড়ি। এটা তোমার মতো সিক্রেট এজেন্ট এর লুকোনোর জায়গা। সরকার খুব জলদি ই বাড়ি তে থাকার নির্দেশ বা কোয়ারেন্টাইন জারি করবে যখন কেউই বিশেষ অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবেনা। সবটাই নির্ভর করছে কত মানুষ এই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তার ওপর।

তোমাদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য।তোমরা বাড়ির বাইরে না গেলে শত্রু বাড়ির ভিতরে আসতে পারবেনা। তাতে তুমিও নিরাপদ, তোমার বাড়ির লোক ও নিরাপদ।

যদি বেশি বেশি মানুষ প্রথম থেকেই এই পন্থায় চলত তবে এত মানুষ কে কাহিল করতে পারতোনা এই শত্রু।

আমি জানি এটা কঠিন। তোমার বাইরে যেতে ইচ্ছে হবে, বন্ধুদের মনে পড়বে।কিন্তু তোমাদের বাড়িতেই থাকতে হবে। বাইরে না গেলে এই শত্রু আর ছড়াতে পারবেনা আর ওরা মরে যাবে।

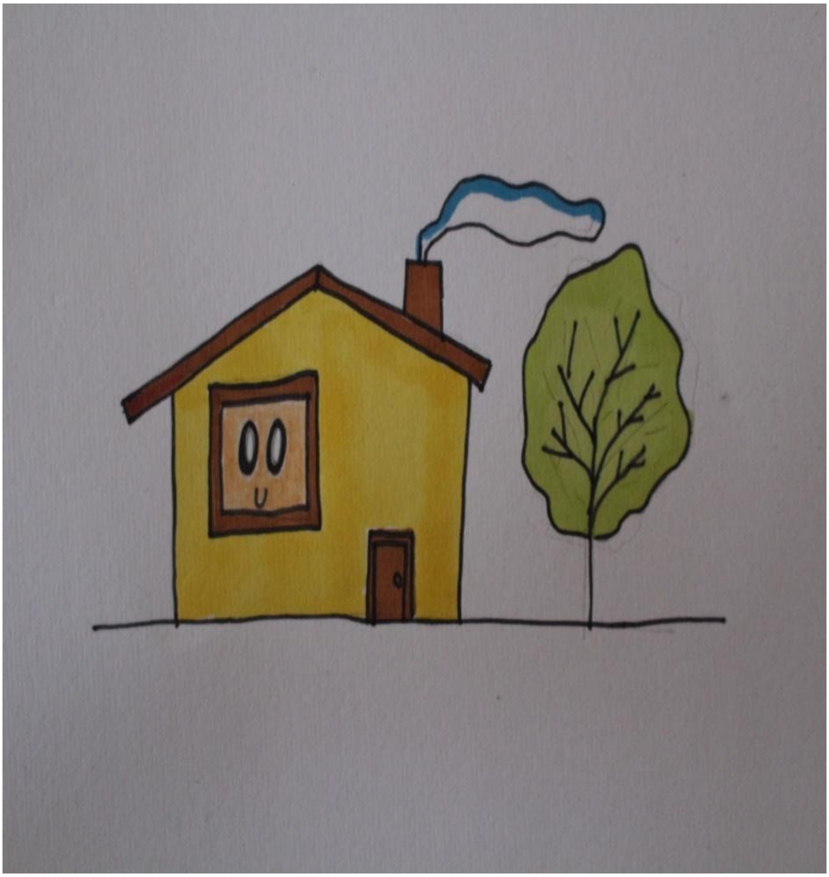

তাই নিজেকে ও নিজের আশেপাশের লোক কে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে ঘরে থাকো যখন সেটাই উচিত। তুমিও নায়ক হতে পারো যদি তুমি চাও। কিন্তু তোমায় সত্যি সত্যি ই চাইতে হবে।

যখন তোমার বাবা মা বাইরে কেনা কাটা করতে যেতে চাইবে তখন ভদ্র ভাবে তাদের মনে করাতে হবে বাইরে ঘুরে বেড়ানো শত্রু দের কথা।

তাদের জিজ্ঞেস কোরো, অসুস্থ হওয়ার সুযোগ দেওয়াটা কি খুব জরুরী!

জিজ্ঞেস কোরো অন্যদের অসুস্থ করাটাও কি খুব জরুরী!

জিজ্ঞেস কোরো বেড়ানোটা কি খুবই আবশ্যক?

যদি না হয় তো দয়া করে তারা যেন বাড়িতে থাকেন।

আমরা শত্রুর সাথে লড়াই করলেই জিততে পারবো।তার জন্য আবশ্যক বাড়িতে থাকা।

বাড়িতে থাকো আর খুব দরকার হলে আমাদের ফোন করো। আমরা সবাই মিলে ভারী পড়বো এই শত্রু কোভিড ভাইরাসের ওপর।

এইটুকুই আমার ছোট সেনারা।

যাও লড়ে পৃথিবী বদলে দাও, শুভ কামনা তোমাদের প্রতি।

এবার বিশেষ এজেন্ট অ্যানা শেখাবে এই সব অস্ত্র শস্ত্র তোমরা কিভাবে ব্যবহার করবে।"

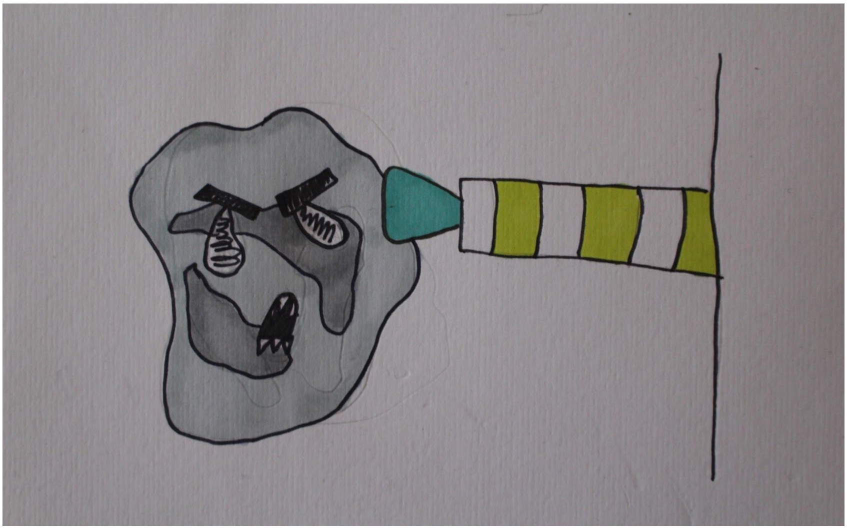

4। কোভিড অপস প্রশিক্ষন

তোমরা তোমাদের বাক্সে দেখলে, এই জিনিসটা ভাইরাস মারে? তোমরা জানতেনা এটা এত শক্তিশালী।তোমরা এর ব্যবহার শেখার জন্যই উৎসুক।

এজেন্ট অ্যানা স্ক্রিন এ এলো।

তোমরা আমাকে এর মধ্যেই চেনো, আমি অ্যানা আর অন্য তোমাদের অস্ত্র সস্ত্রের ব্যবহার শেখাবো।

বাক্সটা খোলো।

তুমি সাবধানে বাক্সটা খুললে ও দেখলে ভিতরে অনেকগুলো তালা বন্ধ কৌটো আছে।

অ্যানা বলল "এগুলো খুব দামি যন্ত্রপাতি।"

তোমাদের পাসওয়ার্ড 'কোভিড-অপস' ।"

তুমি পাসওয়ার্ড দিতেই কৌটো গুলো হিস হিসিয়ে খুলল, তুমি দেখলে তাতে সাবান ও সানিটাইজার আছে।

"এগুলোই সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র এই শত্রু কে মারতে" অ্যানা বলল।" এবার তোমরা উঠে দাড়াও শেখাই কিভাবে ব্যবহার করবে।"

তোমরা নিজেদের অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালে।

"এই অজানা শত্রু আমাদের হাত দিয়ে সব জায়গায় ছড়ায়, তাই এদের আমাদের হাতেই মারতে হবে। তাই সবসময় নিজের সাথে সানিটাইজার নিয়ে ঘুরবে, বিশেষত যখন বাইরে যাবে তখন কোনো বস্তু ধরার পরেই এটা ব্যবহার করবে। আবার মাঝে মাঝেই হাত ধোবে। প্রত্যেকবার বাড়ি এসে হাত ধোবে, খাবার খাওয়ার আগে, টাকা পয়সা ধরার পরে, কম্পিউটার, খেলার জিনিস, দরজা ইত্যাদি সবকিছু ধরার পরে। আমি শিখিয়ে দেব কিভাবে এগুলো ব্যবহার করবে।"

তোমার সিক্রেট বেস এর দেওয়াল থেকে হঠাৎই একটা লুকোনো হাত ধোয়ার জায়গা বেরিয়ে এলো।

"এবার কল টা খোলো!" অ্যানা বললো।

তুমি জলের কল খুললে।

"এবার হাতে সাবান নিয়ে হাতের প্রতিটা অংশ ঘস। পিছনটা, সামনেটা, আঙুলের ফাঁকে,বুড়ো আঙুল, করে আঙুল। যতক্ষণ না হ্যাপি বার্থডে গান টা দুবার গাওয়া হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ঘস। এই ঘষাটাই শত্রুকে মারে, তাই খেয়াল রেখো এটা যেন পর্যাপ্ত সময় জুড়ে হয়।

তুমি ঘষতেই থাকলে ঘষতেই থাকলে।

"এবার ধোও আর কাগজের টাওয়েল দিয়ে কলটা বন্ধ করো ও লাইট নিভিও।মনে রেখো আমরা যা যা ধরি সব বস্তুতেই এই শত্রু লেগে থাকতে পারে এবং অনেকদিন অবধি বেঁচে থাকতে পারে, তাই অন্য মানুষ যা যা ধরছে তুমি তা ধরে ফেললেই তা আবার ফিরে আসতে পারে। তাই দরজা বা এমন জিনিস যা অনেকে ধরে সেটা ব্যাবহার করার সময় কাগজ বা জামার হাতা ব্যবহার করো।

তুমি কাগজ দিয়ে হাত শুকিয়ে কল বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দরজা বন্ধ করো, সবটাই কাগজ দিয়ে।

অ্যানা বলল " তোমরা শিখছো। ভুলে যেওনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পন্থা শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য। এবার চলো বর্ম গুলোর ব্যাপারে জানি।

যদি আধিকারিক রা খবর দেয় যে তোমার শহরে শত্রুরা এসে গেছে তবে তুমি অবশ্যই এই বর্ম মাস্ক ওর গ্লাভস থাকলে সেটাও পরে বেরোবে। শত্রু সহজে তোমায় আক্রমন করতে পারবেনা।"

এজেন্ট অ্যানা তোমাদের দিকে তাকিয়ে বলল "এবার পরীক্ষার সময়।তোমরা তৈরি?

"বেশ" অ্যানা বলল।"মনে করো তোমার চোখ নাক চুলকচ্ছে কিন্তু তুমি তোমার মুকজ ছুঁতে পারবেনা। তুমি পারবে নিজেকে দমন করতে। তুমি ছুয়েঁ ফেললেই

তোমার হাত দিয়ে তোমার মুখে চলে আসে তোমায় আক্রমন করতে পারে। ওটা কষ্টকর কিন্তু তুমি আটকাতে পারলেই তুমি একজন দুর্দান্ত এজেন্ট হয়ে উঠতে পারবে।

তুমি চুলকচ্ছে বুঝেও অবহেলা করলে খানিকের জন্য কারণ তুমি তোমার মুখ স্পর্শ করতে পারবেনা।

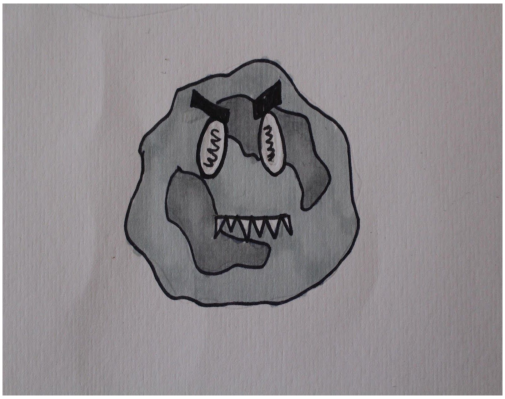

"এই ভাইরাস টা হাঁচি কাশি দিয়েও ছড়ায়। তাই তোমায় অন্য মানুষের থেকে দূরে থাকতে হবে নিজেকে ও তাদের ভালো রাখতে। তোমায় অন্য লোকের থেকে দু মিটার বা ছয় ফুট দূরে থাকতে হবে যেটা প্রায় একটা খাটের দৈর্ঘের সমান। দুটি মানুষ দুই প্রান্তে থাকবে। এটাই অভ্যেস করো।

তোমার খাটের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখো অন্য প্রান্তটা কত দূরে।"

তুমি তোমার খাটের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখলে, আদৌ কি খুব দূর এটা? "কারোর সাথে কোলাকুলি করবেনা, করমর্দন করবেনা, হাত ছোবেনা, দূর থেকেই হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন করতে পারো। মনে রেখো তোমার হাঁচি কাশি থেকেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। কুমিরের মতো হেঁচ কেশ। কুমিরের মতো মাথা ঘুরিয়ে হাতের কনুইয়ের ভাঁজে মুখ নিয়ে হাঁচি কাশি কোরো।

দুঃখিত তোমরা এখন কোনো মাঠে খেলতে যেতে পারবেনা। বাড়িতেই থেকো।

সবচেয়ে জরুরি ওয়াইপ্স দিয়ে নিজের ফোন,কম্পিউটার অন্য যন্ত্রপাতি পরিষ্কার

করো। ভাইরাস ওখানেও থাকতে পারে।

বা তুমি তাদের বাড়ি আনতে পারো। তাই ভাইরাসকে সেখানেই মারাটা জরুরি।

আমি জানি এটা ভয়ঙ্কর, একটা বিশেষ এজেন্ট হওয়া সোজা ব্যাপার না। শুধু মাথায় রেখো ভয় পেওনা। যখনই ভয় লাগবে তখনই কোনো বিস্বাস যোগ্য বড়োর সাথে আলোচনা করো।

এটা সারাজীবন এক রকম থাকবেনা, আমরা খুব শিগগির ই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবার তোমাদের বড় পরীক্ষার সময়:

এবার করো:
১. কিভাবে হাত ধোবে?

২. কিভাবে জলের কল ও লাইটের সুইচ নেভাবে?

৩. কিভাবে দরজা খুলবে?

৪. কিভাবে বর্ম পরবে?

৫. মুখ চুলকলে কি করবে?

৬. অন্য মানুষের সাথে কতটা দূরত্ব বজায় রাখবে?

৭. কিভাবে লোকজনকে অভিবাদন করবে?

৮. কিভাবে কাশবে?

৯. কিভাবে হাঁচবে?

১০. ভয় পেলে কি করবে?

তুমি ক্লান্ত।এটা একটা মজাদার প্রশিক্ষণ ছিল!

"দুর্দান্ত" এজেন্ট অ্যানা বলল,"তুমি তোমার প্রশিক্ষণ শেষ করেছ ও তুমি প্রায় প্রস্তুত!"

তুমি এখন পুরোপুরি প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত। তুমি নিজেকে শক্তিশালী বোধ করছ। তুমি জ্ঞান, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ সব পেয়েছ। তুমি প্রস্তুত অজানা ভাইরাসের আক্রমন রুখতে। তুমি প্রস্তুত একজন এজেন্ট হিসেবে লড়াই করতে।

৫.মনখারাপ ও মহানায়কেরা

কমান্ডার টি স্ক্রিন এ আসে

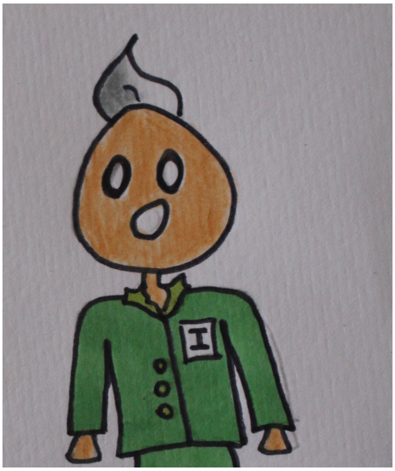

"স্বাগত আবার!" সে বলল।" তোমরা প্রথমের থেকে অনেক অন্যরকম লাগছ। আমি তোমাদের কিছু মুহূর্ত নেব ও কিছু গল্প শোনাবো।

এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই এ কেমন এক মনখারাপ ছড়ানো চারিদিকে।

এই ভাইরাস আমাদের সুযোগ ওঠাচ্ছে যেহেতু আমরা মাঝে মাঝেই স্বার্থপর এর মত ব্যবহার করে বসি। আমরা যেটা চাই সেটা চাই, আমরা আমাদের মতের জোর খাটাই।আমরা নিয়ম মানিনা কারণ সেটা আমাদের মতের থেকে আলাদা।

মানুষজন খুব খুব অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তারা সর্দি কাশি স্বাস কষ্ট, ক্লান্তি, নিউমোনিয়া তে ভুগতে পারে, এমন কি মারাও যেতে পারে।

এই পরিস্থিতি যারা বয়স্ক এবং যারা আগে থেকেই অসুস্থ তাদের জন্য কঠিন।

এই মনখারাপ খুব ই সামলানো কষ্টকর, যখন তুমি খবর দেখছো বিশেষত। অবশ্যই সেই সময় বড়দের সাথে কথা বলবে যদি প্রয়োজন বোধ করো।

ডাক্তার ও নার্স রা নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছে, নিজেদের কথা না ভেবে, অন্যদের সুস্থ করতে, অন্যদের বাঁচিয়ে রাখতে।

কোনো আরাম নেই, কোনো সাহায্য নেই।

হাসপাতাল ভরে গেছে কারণ প্রচুর মানুষ খুব দ্রুত আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রুগীরা বিশেষ যত্ন বিভাগ এ ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে যেটা খুবই একাকিত্বময়।

একাকিত্ব, দুঃখ।

তারা অসহায় হয়ে পড়ছে।

যুদ্ধ এমনি হয়।

এরই মাঝে চারধারে এই যুদ্ধের অনেক মহানায়ক।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

অবসর নেওয়া ডাক্তাররাও ফিরে আসছে হাসপাতালে সাহায্যার্থে।

শিল্পমহল নিরন্তর নতুন নতুন যন্ত্র বানিয়ে যাচ্ছে।

চেষ্টা চলছে একই যন্ত্রের দুজনের ব্যবহারের উপায় খোঁজার।

অসংখ্য দর্জি অনবরত বুনে চলেছে মাস্ক।

গাড়ির কারখানায় গাড়ি বানানো বন্ধ হয়ে তৈরি হচ্ছে শ্বাসকার্যে সাহায্য কারী যন্ত্র।

রেস্তোরায় তৈরি হচ্ছে ডাক্তার ও শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাবার।

অনেক অনেক নায়কেরা গোটা পৃথিবী জুড়ে এগিয়ে আসছে এই যুদ্ধ জিতিয়ে দিতে।

মানুষের অস্বাভাবিক রকমের সাহায্যের হিরিকে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের কাছে জেতার মতো সামগ্রী আছে।

বাইরে এমন কি একজন স্কুবা ডাইভিং এর মাস্ক পরে ঘুরছিল, সেটা দেখেই আরেকজন নতুন ভাবে মাস্ক তৈরি করে ফেলে স্কুবার মাস্ক দিয়ে।

কিছু নায়কেরা তো অনেকটাই ছোট্ট হয়।

আমার দেশের এক শিশু কন্যা একদিন পুলিশ স্টেশন এ ফোন করে বসে, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য। এই প্রয়াস যে দেশের কত মানুষের মন ছুঁয়ে যায়, তারা নতুন করে শেখে অন্যদের উপকারে কৃতজ্ঞ থাকতে।

তার থেকে আমরা কৃতজ্ঞতার শক্তির টের পাই।

আমরা পুনরায় কোনো ভয় ছাড়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে শিখছি, পুনরায় জানছি মানুষ হওয়া কাকে বলে।

একজন বয়স্ক পুরোহিতের অক্সিজেন নিতে অস্বীকার করা শুধুমাত্র অন্য কারোর প্রয়োজনে আগে মেটানোর প্রয়াস আমাদের শেখায় আত্মত্যাগ।

আমরা শিখছি মানুষ হওয়া কাকে বলে, অন্যের যত্ন কিভাবে করতে হয়।

সবাই এগিয়ে আসছে অন্যের সাহায্যার্থে, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমাদের

বাড়ির ভিতরেই থাকতে হবে, কারণ ভাইরাস কে রুখতে ওটাই একমাত্র রাস্তা।

এই অবস্থা টা সাময়িক এবং আমাদের ধৈর্য ধরতেই হবে যতক্ষণ না আমরা জিতছি। আর আমরা জিতবই, এটা শুধুই কিছু সময়ের অপেক্ষা।

এটাই সময় এই যুগের সকলের নিজের বীরত্ব দেখিয়ে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবার এই অজানা ভাইরাসের বিরুদ্ধে।

বর্ম পড়ো, প্রতিরোধক পন্থা অবলম্বন করো, সবচেয়ে জরুরি সঠিক মনোভাব রাখো বাড়ির ভিতরে থাকার বিষয়ে অন্য সকলের থেকে দূরে।

তোমার আওয়াজ ইতিহাস বদলাতে পারে।

বাড়ির বড়দের নিয়ম মনে করাতে থাকো। তাদের বাড়িতে থাকতে বলো, বলো তাদের কতটা যত্ন করো তোমরা, এবং বোঝাও এই নিয়ম মেনে চলাটা কতটা জরুরি। তোমরা অনেকের থেকে বেশি প্রশিক্ষিত এই কঠিন সময়ে।

তুমি বড়দের আওয়াজ হতে পারো, এবং তারা অনেকক্ষেত্রেই তোমার অনেক কথাই শুনবে শিশু হিসেবে যা হয়তো বড়দের বলায় শুনবেনা।

আমার দেশ ইতালি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমি যা প্রতিদিন দেখতে পাই। কমান্ডার লিজ এর দেশ বা তোমাদের দেশের জন্য যেখানে এখনো এই ভাইরাসের আক্রমণ আটকানোর বা ধীর করার সুযোগ আছে, সেখানকার প্রত্যেককে আমি জানাতে চাই আমাদের এই অবস্থা । সেই জন্যই আমি তোমাদের সাহায্য চাইছি। ধন্যবাদ।

বাড়ির ভিতরে থেকো, সুস্থ থেকো, সুরক্ষিত থেকো, আমার ছোট্ট সেনারা।

৬। একটা শক্তিশালী সেনা

কমান্ডার লিজ আবার স্ক্রিন এ এলো

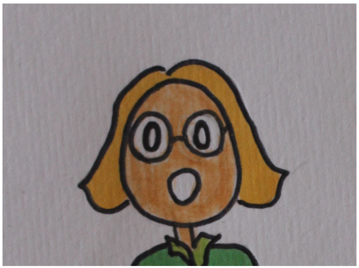

"তাহলে আমার শক্তিশালী সেনারা, এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময়, তোমরা কি সত্যি ই মহানায়ক হতে চাও?

তোমরা কমান্ডার টি এর সৌজন্যে এই ভাইরাসের সকল কুকীর্তি সম্পর্কে অবগত।

আমি তোমাদের দেখিয়েছি তোমরা কতটা প্রয়োজনীয় এবং শিশু হয়েও তোমরা কতটা সক্ষম।

তোমায় এজেন্ট সেরেনা বর্ম ও অস্ত্র দিয়েছে লড়ার জন্য আর এজেন্ট অ্যানা শিখিয়েছে তার ব্যবহার। কিভাবে তার সাহায্যে লড়াই করবে।

তুমি মনখারাপের কথা শুনেছ, শুনেছ মহানায়ক দের গল্প। এখন তুমিও মঞ্চে এসে মহানায়ক হতে পারো, যতক্ষণ তুমি বাড়িতে থাকো, যতক্ষণ তুমি সঠিক পদ্ধতি তে লড়াই করার কথা মনে রাখো, নিজেকে ও অন্যদেরকে সুস্থ রাখতে।

যতক্ষণ তুমি অন্যদের সাহায্য করো বাড়ির ভিতরে থাকার নির্ণয় নিতে। তুমি একজন মহানায়ক।

তুমি এবং এই বিশ্বের আরো অসংখ্য ছোটোরা নিজেদের ছাপ ফেলে যেতে পারো ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো তুমি কি করবে?

তুমি কি এগিয়ে আসবে?

তুমি কি বাড়িতে থাকতে বলার একটা আওয়াজ হবে?

তুমি কি সেই সব কিছু করবে যা তুমি শিখেছো এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য?

যদি তোমার উত্তর হ্যাঁ হয় তবে পরের পাতায় গিয়ে নিজের কোভিড-অপস আই ডি কার্ড খুঁজে নাও।

এটাই তোমায় প্রশিক্ষিত এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিতকারী প্রমান।

নিজের নাম এই কার্ডে স্বাক্ষর কোরোনা যদি না তুমি এই পন্থা গুলো মেনে চলো।

এটা কোনো খেলা নয়, এটা সত্যি। আমাদের প্রয়োজন তোমাদেরকে।

যদি তুমি এই মিশনে যোগদান করো, তবে এই কার্ডে স্বাক্ষর করো, কেটে নাও, ও এমন কোনো বিশেষ জায়গায় রাখো যা তোমায় প্রতিনিয়ত মনে করাবে যে তুমিও এই পৃথিবীকে রক্ষার্থে এক বিশেষ ভূমিকা বহনকারী।

শুধু ভুলোনা যা যা শেখানো হয়েছে।

এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় তোমাদের বিশেষ এজেন্ট হিসেবে পেয়ে। বাড়িতে থাকো! সুরক্ষিত থাকো! সুস্থ থাকো!

চলো পৃথিবী কে বাঁচাই বিশেষ এজেন্ট!

স্বাগত কোভিড অপস টিম এ বিশেষ এজেন্ট।
নিজের বিশেষ এজেন্ট আই ডি কার্ড কেটে নাও।
নিজের সাথে রাখো, নিজের সংকল্প মনে রাখতে।
পরের পাতাটা কেটে নিজের গেট এর সামনে আটকে রাখো।
কমান্ডার টি ও কমান্ডার লিজ কে মেইল করো AGENT@COVIDOPS.INFO তে।
বিশদ জানতে যাও WWW.COVIDOPS.INFO কমান্ডার টি ও দলের সাথে বই পড়তে, এবং মজাদার জিনিস করতে শত্রুর সাথে লড়াই করার সাথে সাথে।
বাড়িতে থাকো, সুস্থ থাকো, সুরক্ষিত থাকো।
তোমার কি সত্যি ই কোথাও যাওয়া দরকার?

লেখকদের বিষয়ে

ফ্রাঙ্কলিন ও টারিএল্লো পরিবার দুরপ্রান্ত থেকে একত্রিত হয়েছেন কোভিড-19 এর সাথে বর্তমান লড়াই এ ছোট শিশুদের মহানায়ক গড়ে তুলতে ও এক গুপ্ত মিশন চালাতে।

ইলারিও টারিএল্লো , কমান্ডার টি এমন এক ব্যক্তিত্ব যার এডভান্সড কম্পিউটার ও ইমেজিং শাখার জ্ঞান সাহায্য করেছে ভাইরাসের গবেষণায়। বিভিন্ন ভাইরোলজিস্ট দের সাথে তার মিলিত এই প্রচেষ্টা সফল করেছে এই ভাইরাস কে নানা আঙ্গিক থেকে চিনতে যা আগে অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও সম্ভব হয়নি। সে একজন তথ্য প্রযুক্তিবিদ। তার অনেক বড় মন ও অন্যদের সাহায্য করার ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই বইয়ের অনুপ্রেরণা। তার কথাগুলির মাধ্যমেই প্রকাশপায় বর্তমান ইতালির পরিস্থিতি ও তার নিবিড় ইচ্ছা এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর।
www.IlarioTariello.com

এলিজাবেথ ফ্রাঙ্কলিন, কমান্ডার লিজ বা মামা লিজ বই লেখেন এবং শিশু ও তরুণদের সময় ও সাফল্য নিয়ে মহোত্তর করতে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি ছোট শিশুদের মধ্যেই এই লড়াইয়ের মহানায়ক হয়ে ওঠার সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে পান এবং বোঝেন এই ছোটোদের সেনাবাহিনী কিভাবে নিজেদের বাড়িতে থেকেই এই যুদ্ধে সামিল হতে পারে। সে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ইতালির মতো করুন অবস্থা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চান।www.lizfranklin.com।

বিশেষ এজেন্ট সেরেনা টারিএল্লো এখনো উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত। তার বিশেষ পছন্দের বিভাগ হলো আর্কিটেকচার ও সংগীত। সে ক্যারাটে তে ব্ল্যাক বেল্ট এবং বড় হয়ে অভিনেত্রী হতে চায়। সে ইতালির মত লক ডাউন হওয়া দেশের এক তরুণ প্রতিনিধি হয়ে কথা বলতে চায়। সে তার শিল্প নৈপুণ্যে এইসব ছবির মাধ্যমে লেখনীকে আরো জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে।

বিশেষ এজেন্ট অ্যানা ফ্রাঙ্কলিন টেনিসি ইউনিভার্সিটি তে কমিউনিকেশন ও ভূগোল (মিটিওরোলজি কনসেনট্রেশন) বিভাগে পাঠরত। সে একজন লেখিকা, বক্তা ও চরম আবহাওয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে গবেষণারত। সে ইতিমধ্যেই ছোটদের দুটি সিরিজ বানিয়েছে। www.AnnaEFranklin.com

তোমার কি সত্যি ই কোথাও যাওয়া দরকার?